জেমস বণ্ড ও ভ্যাগাবণ্ড

উজান চট্টোপাধ্যায়

ব্রাত্য বসু রচিত 'দ্যূতক্রীড়ক' উপন্যাস নিয়ে এই লেখা রচিত। এটি কোন গ্রন্থ-আলোচনা নয় বরং 'দ্যূতক্রীড়ক' পড়ে আন্দোলিত হয়ে নিজের অনুভবকে অনুঘটক করে এক যৌগ নির্মাণের চেষ্টা। আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত গ্রন্থটি অনুসরণ করেই এই লেখার মাঝে ব্যবহৃত পৃষ্ঠা সংখ্যাগুলি উল্লিখিত।

দৃশ্য ১
দু' টাকা দিয়ে সিগারেট না খেয়ে বউকে স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনে দেওয়ার কথা বলে নায়ক।

দৃশ্য ২
কবিতা মারা গেছে মুখের ক্যান্সারে, গুটখা, পানমশলা খেয়ে। তাই কেউ খাবেন না — বলে সরকার। কবিতা একটি মহিলার নাম।

দৃশ্য ৩
অন্ধকার স্ক্রিনে লেখা আসে এবং সেই লেখা শোনা যায় — সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এতে ক্যান্সার হয়। Smoking is injurious to health. It causes Cancer. মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। Consumption of alcohol is injurious to health.

দৃশ্য ৪
Fade in from black. প্রবল বৃষ্টিতে নীলাভ কিংবা সাদা হয়ে আছে সমস্ত কিছু। তার মধ্যে একটি জ্বলন্ত চিতা। চিতা থেকে কিছুটা ওপরে শূন্যে ভাসমান এক দীর্ঘদেহী মৃতদেহ। ফোকাস শিফট করলে দেখা যায় পেছনে ছাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে একটি কিশোর। Fade to black.

দৃশ্য ৫
একটি অশেষ টানেল। বৃষ্টি পড়ছে। কিশোরের পিঠে থাকা ব্যাগ ভিজে গেলেও কিশোর ছাতা মাথায় টানেলের ভেতর চলে যায় হাঁটতে হাঁটতে। একটি কুকুর নিঃশব্দে কিশোরের পিছু নিয়ে টানেলের মুখ পর্যন্ত যায়। কিশোর টানেলের ভেতর অন্ধকারে মিশে গেলে কুকুরটা কিছুক্ষণ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে

থেকে টানেলে ঢুকতে পারবে না বুঝে ফিরে যায়। Cut to... কিন্তু এই ঢুকতে না পারা বোঝার জন্য কুকুরটি কোনও চেষ্টা করেনি। নিরাসক্ত হয়ে উপলব্ধি করেছে যে ঢোকা যাবে না। ওখানে একাই যেতে হয়। যদি কিশোরের নাম হয় যুধিষ্ঠির, তবুও সে একাই যাবে টানেলে। যাবে না নিছক সারমেয় কারণ কুকুর একা হতেও পারে, কিন্তু নিঃসঙ্গ হতে পারে না। কুকুর আর মানুষের ওটুকুই তফাৎ — ধীমান এবং নিঃসঙ্গ হতে পারার গরিমায়।

দৃশ্য ৬

পুরনো দিনের থিয়েটারের মত হাতে আঁকা ঝুলন্ত সিনে একটি সুড়ঙ্গ। ক্যামেরা সুড়ঙ্গ থেকে ডলি আউট করলে দেখা যায় ছাতা ঝাড়তে ঝাড়তে কিশোর বেরিয়ে এল সুড়ঙ্গ থেকে। ছাতা এবং ব্যাগ রাখতে অন্য কোথাও গেলে কিশোরের অনুপস্থিতির ওপর স্পটলাইট এসে পড়ল হঠাৎ। কিশোর ফিরে এল আলোর দিকে। হাসল। আলোর বৃত্তে ঢুকে এসে সরাসরি তাকাল ক্যামেরার লেন্সের আরও অনেকটা ওপরে। ক্যামেরা কিশোরের ওপরেই থাকে। এক বৃদ্ধের গলা শোনা যায়। স্বরে কথোপকথনীয় সহজতা নেই, যেন অনেকটাই উপাচারমূলক সংলাপ আউড়ানো।

বৃদ্ধ (V.O.)

‘‘কী চায় কিশোর?’’

কিশোর

‘‘(মাথা নাড়ে) জানি না, আপনিই বলুন। বলুন, যেভাবে অভিযাত্রীকে বলে গাইড, যেভাবে স্নানার্থীকে বলে নুলিয়া, যেভাবে শ্রমণকে বলে সন্ন্যাসী। বলুন আমায়।’’

স্বরে কথোপকথনীয় সহজতা আসে বৃদ্ধের।

বৃদ্ধ (V.O.)

উপসম্পদা কাকে বলে জানিস?

কিশোর

আমার বাবা একটা নাটক করেছিল। সেখানে ছিল। ওই তো বৌদ্ধিক একটা...

বৃদ্ধ (V.O.)

হুমম। আজ হঠাৎ মনে হল, রোজই তো আমাদের আড্ডা শুরু হয় ওই দু’টো লাইন আউড়ে, যেখানে তুই বলিস...শ্রমণকে বলে সন্ন্যাসী।

কিশোর

তাতে কী মনে হল?

বৃদ্ধ (V.O.)

মনে হল শ্রমণ! বাব্বা! যা শালা, ন্যাড়া হয়ে আয়।

কিশোর হেসে ওঠে।

কিশোর

সে আমাকে হতে হবে না। এমনিই চুল উঠে যাবে। শিল্পকে ভালবাসতে ভালবাসতে।

বৃদ্ধ (V.O.)

ছোট মুখে বড় কথা বলতে নেই।

কিশোর

আজ কিন্তু আপনার মুড ভাল।

বৃদ্ধ (V.O.)

মৃত্যুর পর মুড আবার খারাপ হয় নাকি গবেট? বাইরে বৃষ্টি পড়ছে তো। আবগারী ওয়েদার!

কিশোর

Larger than death! এই আপনি বৃষ্টির কথা জানলেন কী করে?

বৃদ্ধ (V.O.)

এক্ষুনি তো ছাতা ঝাড়তে ঝাড়তে ঢুকলি।

কিশোর

ও হ্যাঁ!

বৃদ্ধ (V.O.)

যাক গে। আগেরদিন কতটা আলোচনা হয়েছিল?

কিশোর

২০ পাতা অবধি।

বৃদ্ধ (V.O.)

হ্যাঁ তারপর তো তোকে চলে যেতে হল।

কিশোর

হ্যাঁ... আসলে একসাথে এত কাজ নিয়েছি...

বৃদ্ধ (V.O.)

ভাল। নিজের ওপর চাপ নেওয়া ভাল। বাকিটা পড়েছিস?

কিশোর

হ্যাঁ।

বৃদ্ধ (V.O.)

শুরু কর।

কিশোর চুপ করে থাকে। নিজের মধ্যে ডোবার প্রস্তুতি নেয়। আলো বদলে যায়। ওয়াইড শটে ক্ষয়িত মঞ্চের মাঝে ঝুলে থাকা বাল্ব জ্বলে ওঠে। অনেকটা সিনেমা-সিরিয়ালে দেখা থানার ভেতর থার্ড ডিগ্রি দেওয়ার মতো আলোটা।

কিশোর

আসলে আমি ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারিনি। মানে আমি যা অনুভব করছি, তা' টুকরো টুকরো স্বচ্ছ চিন্তার মতো নয়।

বৃদ্ধ (V.O.)

টুকরো টুকরো স্বচ্ছ চিন্তা করে কী হবে? দাবা খেলা নাকি গণিতচর্চা?

কিশোর

জুয়া। বিপদজনক জুয়া। তাই স্বচ্ছ চিন্তা নিপাত যাক। চিন্তা হয়ে উঠুক অসংলগ্ন, নিজের লেজ মুখে পড়ে থাকা সাপের মতো। বিপদজনক জুয়া এবং জুয়াড়ি। দ্যূতক্রীড়ক। পরিভাষায় গ্যাম্বলার।

ক্যামেরা সুইস প্যান করে ১৮০ ডিগ্রি ব্রেক করে ঘুরে যায় দর্শকাসনের দিকে। ফাঁকা। ভগ্নপ্রায়। পুরাতন কাঠের সিট খুবলে গেছে। ব্যালকনিতে একটি কাচে ঘেরা জায়গা, যেখান থেকে আলো চালায় অপারেটররা। সেই কাচের ঘরে একটি ম্রিয়মাণ হলুদ আলো জ্বলে আছে। কাচের ঘর থেকে বৃদ্ধের কণ্ঠে সুতীব্র অট্টহাসি ভেসে আসে কিন্তু কোনও মানবশরীর দেখা যায় না। ''যেন স্বয়ং জিউস হাসছেন তাঁর নিজস্ব অ্যাম্ফিথিয়েটারে।'' অপসৃয়মান ফার্স্ট রো-র সামনে, অর্থাৎ মঞ্চ আর দর্শকের মাঝে অংশে রাখা একটি আরামকেদারা। তার পাশে ''একটি ছোট গামলা রাখা। তার পাশে টুলে একটি কাঁসার গ্লাস।''

কিশোর

''কত বছর ধরে আপনার সঙ্গে কথা বলছি। আপনাকে নিয়ে লিখছি। তাই আমার ভয় করে। মনে হয় এই আপনি অভিনয় থেকে জীবনে ঢুকে পড়বেন। ওই বিষণ্ণ মুখ, ওই উদাস দৃষ্টি, ...। কখনও কখনও আপনার মুখ স্বয়ং মৃত্যু, মৃত্যুর চোখে জানেন তো পলক পড়ে না। অমোঘ এক নিয়তি। কোন নিস্তার নেই।''

জুম লেন্সে ব্যালকনির ওপর সেই আলোর ঘর দেখা যায়।

বৃদ্ধ (V.O.)

''এক একটা সময় আসে তখন বোঝা যায় না আপনি থিয়েটার তৈরি করছেন না থিয়েটার আপনাকে তৈরি করছে।''

কিশোর
পড়েছি আগে।

বৃদ্ধ (V.O.)
তারপর?

কিশোর উঠে দাঁড়ায় ওয়াইড শটে ক্ষয়িত মঞ্চে। অসংলগ্ন হাঁটাচলা করে। গার্গল করবার আওয়াজ শুনে কিশোর তাকায়। দেখা যায় কাঁসার গ্লাস অন্য জায়গায় রাখা। কিশোর হাসে। তারপর আবার হাঁটতে থাকে চিন্তার কামড় খাওয়া দেহ নিয়ে।

কিশোর
২০ পাতা অবধি পড়ে আমি তো আপনাকে বলেইছিলাম, এমন বিশদ বর্ণনা সমস্তকিছুর, যা অভাবনীয়! মানে অনেকটা বিভূতিভূষণের আফ্রিকা না গিয়েও রিখটারভেলস্ পর্বতমালার হুবহু বর্ণনার মত। কিন্তু বইটার ২১ পাতায় গিয়ে একটা আশ্চর্য জিনিস অনুভব করলাম। ঘটনা- ২০ নম্বর পাতায় উল্লিখিত, ‘‘৪৮ বছরের বিখ্যাত নাটককারের মুখোমুখি বসে আছে ২২ বছরের এক তরুণ অভিনয়-যশোপ্রত্যাশী দীপ্যমান অভিনেতা।’’ এরপর ওই লেখা যত এগোবে তত আমরা প্রত্যক্ষ করব যেন এক শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মত সওয়াল-জবাব। কিন্তু মজা হল, এই সওয়াল-জবাব শুধু কথোপকথনই নয়। গন্ধেরও। তরুণ অভিনেতাটি লাইব্রেরি থেকে আনা ব্রাউন কভারের চন্দ্রগুপ্ত বইটি ছোট টেবিলটির ওপর সযত্নে রাখল। ‘‘বইয়ের পাতা উলটোতেই লাইব্রেরিতে দেওয়া ন্যাপথালিনের সেই আশ্চর্য গন্ধটা ভুরভুর করে উঠল। বাড়ির ভৃত্যটি দ্বিজুবাবুর সামনে হুঁকো গড়গড়া রেখে গেল। দ্বিজুবাবু চোখ বুজে চৌকিতে আধশোয়া হয়ে আরাম করে আলবোলায় টান দিলেন, দা-কাটা তামাকের মিষ্টি গন্ধে ঘর ভরে উঠল।’’ অর্থাৎ গন্ধের সওয়াল-জবাব। তরুণ অভিনেতাটির কোনও গন্ধের তানের পর যেন প্রৌঢ় বিখ্যাত নাটককার ছুঁড়ে দিলেন অপর কোনও এক গন্ধের তান। চমৎকার এই জায়গাটি।

কিশোর যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ সেখানে ঢিনচ্যাক রঙিন আলো খেলে গেল।

কিশোর
কী করছেন এটা?

বৃদ্ধ (V.O.)
চমৎকার বিশ্লেষণ করলি। তাই একটু বার খাওয়াচ্ছি।

কিশোর
আমাকে এভাবে নার্সিসিস্ট করে দেবেন না।

বৃদ্ধ (V.O.)
তুই তো এমনিই নার্সিসিস্ট বাছা!

কিশোর
তাহলে রঙিন আলো মারছেন কেন?

বৃদ্ধ (V.O.)
বিষে বিষে বিষক্ষয়। তারপর বল।

কিশোরের ওপর থেকে রঙিন আলোর ঝকমকানি মিলিয়ে যায়।

কিশোর
আপনি কি নন?

বৃদ্ধ (V.O.)
কী?

কিশোর
নার্সিসিস্ট?

বৃদ্ধ (V.O.)
বলব না।

কিশোর
আচ্ছা।

বৃদ্ধ (V.O.)
কন্টিনিউ

কিশোর
তারপর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সাথে সেই তরুণের চন্দ্রগুপ্ত নাটক নিয়ে কথা চালানোর সময় চাণক্যের সংলাপের প্রসঙ্গ আসে। ‘‘হে সুন্দরী বীভৎসতা! তুমি এত সুন্দরী! তাই আমি গ্রাম পরিত্যাগ করে নিত্য প্রত্যুষে তোমার কদর্যতায় স্নান করতে ধেয়ে আসি।”

বৃদ্ধ (V.O.)
‘‘হ্যাঁ। তাতে কী হয়েছে?”

কিশোর
প্রশ্ন ওঠে এই সুন্দরীর স্বরূপ নিয়ে। সকালবেলা আলোর দিকে তাকিয়ে সুন্দরী বীভৎসতার কথা কেন? এই আলো তাহলে কী বহন করছে? দুঃসংবাদ পেয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-দের ফিটন গাড়ি তাদের

বন্ধুর যুগীপাড়া লেনের দোতলা ভাড়া বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল যখন তখনও ''বিকেলের পর্যাপ্ত আলো আছে।" এখানে অর্থাৎ ২৩ পাতায় প্রথম অধ্যায় শেষ হচ্ছে আলোর কথা দিয়ে। আশ্চর্য হতে হয় এটা ভেবে যে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই আমরা জানতে পারি ওই তরুণ অভিনেতাটির মৃতপ্রায় স্ত্রী-র নাম ঊষা! অর্থাৎ আলো। সকালবেলার আলো! ঊষাদেবী গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। তাহলে এই আলো আর আগের অধ্যায়ে উল্লিখিত চাণক্যের দেখা সকালবেলার আলোই কি মিলে গেল বীভৎসতায়? আর এই দুই বীভৎসতার আলোর মাঝে সেতু হয়ে দাঁড়াল বন্ধুর যুগীপাড়া লেনের দোতলা ভাড়াবাড়ির সামনে এসে দাঁড়ানো সুনীতির দেখা সেই বিকেলের পর্যাপ্ত আলো?

কিশোর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। খোঁজে বৃদ্ধকে।

কিশোর
কী হল?

বৃদ্ধ (V.O. ধরা গলায়)
কন্টিনিউ।

কিশোর
জল খেয়ে নিই?

বৃদ্ধ নিরুত্তর। কিশোর কী করবে বুঝতে না পেরে ব্যাগের দিকে এগোলেই তীব্র চিৎকার শোনা যায়।

বৃদ্ধ (V.O.)
জল নয়! আগুন! আগুন! আগুন!

কিশোর স্থবির হয়ে যায়। জুম লেন্সে ক্যামেরা ধরে ব্যালকনির ওপর কাচে ঘেরা ঘরকে। সেই ঘরে বৃদ্ধের গলা কেশে ওঠে। ওয়াইড শটে কিশোর মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। ঢকঢক করে পানীয় গিলে ফেলার শব্দ হয়।

বৃদ্ধ (V.O. যন্ত্রণাকীর্ণ)
আহ! আহ... কন্টিনিউ।

কিশোর
আপনি চাইলে আমরা আজ আর কথা নাও বলতে পারি।

হঠাৎ কিশোরের উপর থেকে স্পটলাইট মুছে যায়। অন্ধকার।

কিশোর
কী হল?

বৃদ্ধ (V.O.)
আমি তো বললাম কন্টিনিউ।

কিশোর
আচ্ছা।

কিশোরের ওপর ধীরে ধীরে স্পটলাইট আসে আবার।

বৃদ্ধ (V.O.)
আমার ভাল লাগছে তোমার এই কাটাছেঁড়াটা। ভাল লাগছে। সুষ্ঠু ময়নাতদন্ত। কন্টিনিউ।

কিশোর
আমি বড় হতে চাই স্যার। অনেক বড় হতে চাই।

বৃদ্ধ (V.O.)
আমি তোমাকে অপরাধী বলিনি।

কিশোর
কিন্তু আপনি তো কষ্ট পাচ্ছেন! এই অধ্যায়টা নিয়ে বললে আরও কষ্ট পাবেন!

বৃদ্ধ (V.O.)
ওটা কর।

কিশোর
মানে?

বৃদ্ধ (V.O.)
ট্যাক্স। ট্যাক্স।

কিশোর
ওহ! ভাস্কর চক্রবর্তীর অনুষঙ্গ...

বৃদ্ধ (V.O.)
সেটাও কি খোসা ছাড়িয়ে বলে দিতে হবে? পাঠককে কি বোকা মনে করিস?

কিশোর
আরে না না, আমি ওভাবে বলিনি... মানে...

বৃদ্ধ (V.O.)
তারপর বল।

কিশোর
২৮ পাতার দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ থেকে ছোটবেলার বর্ণনাটা আছে। আশ্চর্য বর্ণনা। কর্ণগড়ের ভাঙা রাজপ্রাসাদ আর তাকে ঘিরে থাকা জঙ্গল আর মজে যাওয়া দীঘি, শীর্ণ পারাং নদীর চিকচিকে জল আর মাছ, শরতে আলিগঞ্জের মাঠে উপচে পড়া কাশফুল, কেরানিটোলার বড় গির্জার ভেতর থেকে ভেসে আসা ঘণ্টার গম্ভীর আওয়াজ, দূর থেকে সিটি দিতে দিতে চলে যাওয়া কয়লার গুঁড়ো ওড়ানো লোকাল ট্রেন, পীর লোহানির মসজিদ, মহামায়া মন্দির, দূর থেকে ভেসে আসা ঘুঘুপাখির ডাক...সব মিলিয়ে বইটার এই অংশের ভেতর এক অদ্ভুত হাওয়ার শব্দ আছে, এক অদ্ভুত শিরশিরানি আছে। আছে এক তেলেনাপোতার মতো মন আবিষ্কার, যে মন চিনতে শুরু করবে একাকীত্বকে, পরবর্তীতে নিঃসঙ্গতাকে।

বৃদ্ধ (V.O.)
“I think I’d like to say only that they should learn to be alone and try to spend as much time as possible by themselves. I think one of the faults of young people today is that they try to come together around events that are noisy, almost aggressive at times. This desire to be together in order to not feel alone is an unfortunate symptom, in my opinion. Every person needs to learn from childhood how to spend time with oneself. That doesn’t mean he should be lonely, but that he shouldn’t grow bored with himself because people who grow bored in their own company seem to me in danger, from a self-esteem point of view.”

কিশোর
আন্দ্রেই তারকোভ্স্কি। কিন্তু আপনার ইংরাজি উচ্চারণ এখনও অবিকল সেই আগের মত সুস্পষ্ট ও ঝকঝকে।

বৃদ্ধ (V.O.)
গলাটা নষ্ট হয়ে গেছে। গার্গল করি যদিও রোজ।

কিশোর
জল খাই?

বৃদ্ধ (V.O.)
খা।

কিশোর ব্যাগের কাছে গিয়ে জল বার করে খায়। তারপর জল ব্যাগে রেখে মঞ্চের মাঝে ঝুলতে থাকা বাল্বটার ঠিক নিচে শুয়ে পড়ে, চোখ বোঁজে। ক্যামেরা জিমিতে এগিয়ে গিয়ে টপ শটে ধরে শুয়ে থাকা কিশোরকে।

কিশোর

একা একা যখন মাজারের কাছে গিয়ে উঁচু গাছ আর তার নিচে শান্ত দুই কবরের মাঝে ছায়ায় শুয়ে পড়ত ও, ঘুম জড়িয়ে আসত চোখে। ''ঘুম ভেঙে গেলে উঠে বসে ভাবত কর্মসূত্রে অনেক দূরে বর্মায় থাকা তার পিতার অস্পষ্ট মুখের কথা।" মনে পড়ত সেই মুখ ছিল রাগী যুবকের, ইংরেজ সাহেবের অপমানের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এক তীব্র মানুষের। ''ওই রেলইয়ার্ড, ওই গঙ্গার ধার, ওই শ্মশান, চুল্লির আগুন, খই, ধূপ আর গাঁজা মেশানো আশ্চর্য গন্ধ থেকে আমি জানব কোন ছাই থেকে আমার বাবার ভূত ধোঁয়া থেকে মূর্তি হয়ে আমার সামনে ঠিক কীভাবে দাঁড়াবে?"

বৃদ্ধ (V.O.)

''রিস্তে মে তো হাম তুমহারে বাপ হোতে হ্যায়। নাম হ্যায় শাহেনশাহ।"

কিশোর

''আমার বাবা আমায় কী বলতে চায়? কী জানাতে চায় আমায়?... হয়তো এখনই আমার বাবা বাতাসে মিশে পুড়ে কালো হয়ে আমাকে দেখছে। আমাকে দেখছে, আমাকে। দেখছে আর তার শান্ত চোখ মিটমিট করছে তারার মতো।"

কিশোরের দেহের ওপর আবার খেলা করে যায় রঙিন আলোর ঝকমকানি। কিশোর চোখ খুলে তাকায়। দেখে মঞ্চের সামনে রাখা একটা কাগজের ঠোঙা। কিশোর খুলে দেখে আলুর চপ আর মুড়ি। পাশে একটা কাগজের কাপে দুধ চা।

কিশোর

এখন টিফিন?

বৃদ্ধ (V.O. খাবার চিবোতে চিবোতে)

হ্যাঁ। বাবার সাথে দেখা হল। এবার বাবাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কে বিষ ঢেলেছে? তারপরই তো বিরতি।

কিশোর

"ay, there's the rub!" বিরতি এখন নয়। এই বাবা আবার ফিরবে।

বৃদ্ধ (V.O.)

পরে।

কিশোর

হ্যাঁ কিন্তু আসবে। আসতেই হবে। এসে আরও কথা বলবে। কিন্তু তার আগেই ছেলে বড় হয়ে উঠবে। চিনতে পারবে বাবাকে। কেন বাবা অবসরের পর বারান্দাতেই বসে থাকত একা একা চুপ করে, বিশেষত বিকেলের পর? কেন বসে থাকে বাবারা চুপ করে একা একা?

বৃদ্ধ (V.O.)

''আমার বাবা একদিন বসেছিলেন সূর্যাস্তবেলায়,
তাঁর কিছু করার ছিল না।
সেই দৃশ্য, সেই সন্ধ্যা থেকে
আমার উপর, উত্তরাধিকারসূত্রে,
সব চেয়ে নিরাশা চাপিয়ে রেখে গেছে।"

কিশোর

মণীন্দ্র গুপ্ত।

বৃদ্ধ (V.O.)

গুড। চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

কিশোর কাগজের ঠোঙায় হাতে লাগা তেল মুছল। মুছতে গিয়ে কাগজে লেখা পড়ল কিশোর। বিগ ক্লোজ আপে দেখা গেল কাগজে লেখা —

''একদিন সব অবহেলা দ্বিগুণ করে ফিরিয়ে দেব। সব দাঁড়িয়ে থাকা।
চেয়ার থাকতেও বসতে না বলা— ফিরিয়ে দেব। ঐদিন আমিও খুব
ভ্রু কুঁচকে তাকাব। এমন ভাব দেখাব যে কোন কথাই শুনছি
না। যেন আমার সময় নাই। আমি এসকল ব্যস্ততা ফিরিয়ে দেব।
সব অবহেলা দ্বিগুণ করে। একদিন আর কোথাও যাব না। আমার
কবরের পাশ দিয়ে তুমি হেঁটে যাবে ঠিকই। আমি ফিরেও তাকাব না।"

কিশোর কেঁপে উঠল। এক চুমুকে চা শেষ করে ফেলল। কিশোরের মধ্যে যেন জেগে উঠল অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়ার এক অসচেতন আগ্রহ।

কিশোর

''পুড়ে যাওয়া আত্মঘাতিনী ঊষার দেহ আবার নতুন করে পোড়াতে।" এই লাইনটা হচ্ছে সাহিত্য।

বৃদ্ধ (V.O. কিছুক্ষণ নিরবে থেকে)

অভিনয়ে কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। দিয়েছিলাম বলা ভুল হয়ত, আসলে অভিনয়ের তুঙ্গ মুহূর্তে অভিনেতা যে কোথায় বিচরণ করে তা সে নিজেও জানে না।...ঘন তমসাবৃত অঞ্চল।

কিশোর

জীবনের মতো। ''এত রহস্য যে পুড়ে যাবার পরেও, নষ্ট হয়ে যাবার পরেও যে ছাইটুকু পড়ে থাকে তা' ঘেঁটে দেখতে ইচ্ছে করে!"

বৃদ্ধ (V.O.)

হ্যাঁ। ঘেঁটে দেখতে ইচ্ছে করে ''মঞ্চের মায়ার মধ্যে দিয়ে আসলে নিজের প্রতি তৈরি হওয়া অবোধ্য এক মায়ার কথা"।...''থিয়েটারের মানুষেরা বড় অভিশপ্ত"।

কিশোর (চিৎকার করে ওঠে)

জুয়াড়ি। গ্যাম্বলার। দ্যূতক্রীড়ক। ''নিজের জীবন সম্মান নিরাপত্তা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার মত বিপদজনক জুয়া।"

বৃদ্ধ (V.O. আবেগতাড়িত)

''এই জুয়া এক চোরা ঘূর্ণিপাক। এর মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে ভেসে উঠি, ঢেউয়ের ফেনায় আঁকড়ে ধরি খড়কুটো — সেইটাই শিল্প। এই নিশ্চিহ্ন হবার মুখে আমার আত্মদর্শন আমার বোধিলাভ, নিজেকে ক্ষয় করে না যে চিন্তা সে চিন্তার কোনো দাম নেই" ঊষা... ঊষা... কোথায় গেলে?...

হঠাৎ কিশোরের মুখকে বিগ ক্লোজে ধরে ক্যামেরা, ডাচ অ্যাঙ্গেলে। কিশোর যেন অসংখ্য সতীদাহের কিংবা বিসর্জনের ঢাক শুনতে পায়। মাথার চুল চেপে ধরে কিশোর।

কিশোর (বিকৃত ও চিৎকৃত)

মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা যেমন মৃতাবস্থা কিংবা যেমন জরুরি অবস্থা, তেমন পুড়ে যাওয়ার পরবর্তী অবস্থা পোড়া। কিন্তু আত্মহত্যা এমন একটি শব্দ যার পরবর্তী অবস্থাকে সংজ্ঞায়িত করবার মতো শব্দ আমার জানা নেই। অর্থাৎ সংজ্ঞাহীনতা।

কিশোর চেতনা ফেরাবার তাড়নায় নিজের গালে চড় মারে খান পাঁচেক। ঢাকের শব্দ মিলিয়ে যায়। ডাচ অ্যাঙ্গেল থেকে স্বাভাবিক হয় ক্যামেরা।

কিশোর

না...না...না! আমার কথা হয়ে যাচ্ছে অদ্ভুত! শান্ত হন। শান্ত হন। শান্ত হন। আবার! আবার সেই অনিবার্য অসহায়তা! অসহ্য হাত নিশপিশ! আমার এখন ইচ্ছে করছে আপনার ঝুলে যাওয়া কাঁধে হাত রাখি হে বৃদ্ধ ঐতিহাসিক নট! আমার ইচ্ছে করছে আপনার ক্ষয়ে যাওয়া কপালে হাত বোলাই। কিন্তু আমি তো ছুঁতে পারব না আপনাকে। আপনিই...আপনিই তবে আমার সেই কানে বিষ নিয়ে মরে যাওয়া বাবা! ছুঁতে পারব না শুধু কথা শুনে যাব কানের কাছে ক্রমাগত...ক্রমাগত...ওফ! আপনি শান্ত হন...শান্ত হন।

ঢকঢক করে পানীয় গিলে ফেলার শব্দ শোনা যায়। কিশোর হাঁপায়।

কিশোর

একবারে অতটা খাবেন না।

বৃদ্ধ (যন্ত্রণাকীর্ণ V.O.)

আহ...আহ! পুড়ে যাওয়া শরীর নিয়ে ঊষা বলেছিল — ''আচ্ছা এরপর যদি বেঁচে উঠি, আমার সমস্ত শরীর তো পোড়ার দাগে ভীষণ হয়ে উঠবে। সবাই তো আমাকে দেখে তখন ভয় পাবে। তুমি তখন আমাকে ভালোবাসবে তো?"

কিশোর

এরপর শিশির কুমার ভাদুড়ীর চোখে আবার জল এল। দু'হাতে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে গভীর চুম্বন।

বৃদ্ধ (V.O.)

শেষবারের মত।

কিশোর

প্রতিটি প্রেমের গায়ে
এক্সপায়ারি-ডেট লেখা থাকে।

চুম্বনের আগে তুমি, হাঁটু গেড়ে বসে,
প্রেমিকার শরীরটি ঈষৎ ঘুরিয়ে, তার
বঙ্কিম কোমরের খাঁজে
বিন্দু বিন্দু রোমকূপে ব্রেইল-হরফে-লেখা
সেই গূঢ় মুদ্রিত তারিখ
অন্ধের আঙুলে পড়ে নিয়ো।

এবং দাঁড়িয়ে উঠে, পুনর্বার, চুম্বনের আগে,
তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিয়ো — প্রেমিকার চোখে
সেই গুপ্ত তারিখেরই নিওন সংকেত
ট্রাফিক আলোর মত জ্বলে আর নেভে!

এবারে চুম্বন কোরো — অনিবার্য বিচ্ছেদের ত্রাসে
ক্ষিপ্ত পাগলের মত — যখন তখন।

প্রতিটি চুম্বনই হল বিদায়ী চুম্বন।

প্রতিটি প্রেমের গায়ে
এক্সপায়ারি-ডেট লেখা থাকে।
চুম্বন করার আগে
অন্ধের আঙুলে তুমি পড়ে নিয়ো তাকে।

বৃদ্ধ (V.O.)

''আমার জীবনের যাবতীয় ভুল কাজ করবার পরে তা এক বিষম অভিশাপ হয়ে বারবার আমার কাছে ফেরত এসেছে। আমি বারবার এক কানা গলির মুখে এসে দাঁড়িয়েছি। সেখান থেকে কী করে ফেরত যেতে হবে, তা আমি ভালো করে বুঝতেও পারিনি। বদ্ধ এক উন্মাদের মত লেগেছে নিজেকে তখন। শুধু এক কারুবাসনার অদম্য তাগিদ আমাকে বারবার আবার স্বাভাবিক হৃদয়ে, স্বাভাবিক মস্তিষ্কে ফেরত

এনেছে।...আমি আর থিয়েটার করতে চাই না, অভিনয় করতে চাই না, কারুনির্মাণ করতে চাই না, কিন্তু আমার কোনো উপায় নেই। আমি ছাড়তে চাইলেও কারুবাসনা আমাকে ছাড়ে না। সে বারবার তার অলৌকিক সংকেত পাঠায় আমাকে। আমিও এক বুনো ক্ষ্যাপার মতো মেতে উঠি। যে জীবনে এসে আজ আমি দাঁড়ালাম, জানি না আমার ভবিষ্যতে কী আছে। আমি আন্দাজ করতে চাইলেও, তার তল খুঁজে পাব না জানি। শুধু এটুকু জানি, আমি অভিশপ্ত। এই বাসনা আমার সর্বাঙ্গে তার অভিশাপ লেপে দিয়েছে। এর থেকে এ জীবনে আর আমি বেরোতে পারব না"।

কিশোর

হ্যাঁ, তাই থিয়েটার থেকে দূরে গেলেও ''রক্তে সেই মাতন এখনও মধ্যরাতে টের" পান। রাতে বারান্দায় একা এসে চুপ করে আকাশ দেখেন।

কিশোরের ওপর আলো বদলে নরম হয়ে যায় এবং কিশোরের এই কথা বলার সময় দেখা যায় ব্যালকনির ওপরের সেই কাচে ঘেরা ঘরের সামনের কাচের পাল্লা একটু একটু করে সরে গেল।

বৃদ্ধ (V.O.)

''যার যার জীবনে যেটুকু পাওয়ার সেইটুকুই সে পায়। তার বেশি কিছুতেই হয় না। নিজের যোগ্যতা বা মেধাকে মানুষ কিছুতেই অতিক্রম করতে পারে না।"

কিশোর

মানি না। Sometimes life doesn't give you what you want. Not because you don't deserve it – but because you deserve more.

বৃদ্ধ (V.O.)

Or less.

কিশোর নীরব হয়ে যায়। বৃদ্ধের মৃদু হাসি শোনা যায়। কাচের পাল্লা বন্ধ হয়ে যায় ধীরে ধীরে।

কিশোর

যা হচ্ছে তা ভালই হচ্ছে তাহলে? যা হবে তা ভালই হবে? এটায় বিশ্বাস করেন? তর্কচঞ্চু-কে মনে পড়ে?

বৃদ্ধ (V.O.)

স্পষ্ট। ''দর্শনের অধ্যাপক, পঞ্চানন তর্কচঞ্চু"। সবার পেছনে লাগা ওর জন্মগত ব্যাধি ছিল।

কিশোর

সে ব্যাধি সচেতন আক্রমণ। কুৎসা। খিল্লি। ট্রোল। এও আপনি ডিজার্ভ করেন বলছেন?

বৃদ্ধ (V.O.)
"The first human who hurled an insult instead of a stone was the founder of civilization."

কিশোর
সিগমুণ্ড ফ্রয়েড।

বৃদ্ধ (V.O.)
সবই তো জানিস!

কিশোর
সূর্য পূর্বে ওঠে, সমুদ্রে জল থাকে — সবই তো জানি। তবু কেন সূর্য ওঠা দেখতে হয়? কেন সমুদ্রের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয়?

বৃদ্ধ (V.O.)
ওহোহোহো! রঙিন চাকতি ঘুরিয়ে একটু ঝকমকে আলো মারি তোর গায়ে। দারুণ কথার ফুলঝুরি ওড়ালি!

কিশোর
আপনার এই রঙিন আলো মারাটা কিন্তু এবার ক্লিশে-তে পরিণত হচ্ছে! বহু ব্যবহৃত হয়ে হয়ে...

বৃদ্ধ (V.O.)
ক্লিশে আমি অনেক দেখেছি বন্ধু! ওই চলতে থাকা প্রতিটা পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটকে সেই এক পোশাক, ''একঘেয়ে লাল নীল কি বেগনে রঙের ভেলভেট আর ঝিকমিক করা জরি, শলমা, চুমকি।"

কিশোর
কিংবা ''সেই স্টেজের পেছনে হাতে আঁকা ঝুলন্ত পশ্চাদপট"।

কিশোর একবার ঘুরে তাকিয়ে দেখে নিল মঞ্চের পেছনে ঝুলন্ত সুড়ঙ্গ আঁকা সিনের অবস্থা, যেখান দিয়ে সে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু কিশোর দেখল ঝুলন্ত সিনটা নেই। বৃদ্ধ হেসে উঠল। কিশোর মজা পেল।

কিশোর
''জানি তুমি অনন্য, আশার হাত বাড়াও"।

বৃদ্ধ (V.O.)
আলোও এক। ''সাধারণত কোন দৃশ্যান্তর ছাড়া রহস্যময়ী অন্ধকার বাংলা মঞ্চে প্রায় নেই।"

কিশোর কিছু বলতে গিয়ে থেমে যায়।

বৃদ্ধ (V.O.)

থামলি কেন? বল! বলে ফেল যে, কথাটা রহস্যময়ী অন্ধকার না হয়ে হবে ''রহস্যময়ী সহোদরার মত অন্ধকার"...

কিশোর হেসে ওঠে।

কিশোর

জ্যোতিষী আপনি। কালাজাদু বা বশীকরণে সিদ্ধহস্ত শ্রী শ্রী ভাদুড়ি বাবা!

বৃদ্ধ (V.O.)

ভাবাবেগে আঘাত করা হল কিন্তু!

কিশোর

''ভাবমূর্তি আমাদের একমাত্র সম্পদ। একমাত্র গোপন শিহরণ।" শুনুন, ওসব ধর্মীয় ঠাকুর-দেবতা আর রাজনৈতিক ঠাকুর-দেবতাদের নিয়ে হয়। আপনাকে নিয়ে হবে না। আপনি অদরকারি।

বৃদ্ধ (V.O.)

এই লাইনটা নিয়ে ভাল অভিনয়ের এক্সারসাইজ করতে পারিস কিন্তু। কথাটার অনেকগুলো স্তর আছে।

কিশোর

আমরা আসল আলোচনা ছাড়িয়ে অনেক দূরে আজেবাজে কথায় চলে গেছি কিন্তু!

বৃদ্ধ (V.O.)

তা ভাল। ''পথ হারাবো বলেই এবার পথে নেমেছি..."

কিশোর

"Only the lost find the way." কার বলুন তো?

বৃদ্ধ (V.O.)

রবীন্দ্রনাথ?

কিশোর

আফ্রিকান প্রবাদ। বাদ দিন। কথা হচ্ছিল চলতে থাকা থিয়েটার আর...

বৃদ্ধ (V.O.)

আর তার ইতিহাস নিয়ে। ''তার সংশয়, বেদনা, উল্লাস, ব্যক্তিসম্পর্কের অবিশ্বাস, ব্যক্তির উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সমষ্টির সঙ্গে ব্যক্তির দূরত্ব, রাজনৈতিক বীক্ষা ও সুবিধাবাদ, মধ্যবিত্তের আত্মদংশন ও প্রতারণা, খ্যাতি ও অপ্রাপ্তি এবং অসূয়া, শিল্পের জন্য আজীবন সাধনা ও পরিণামে বিবিক্তি, যৌন ঈর্ষা ও অর্থের জন্য দূরত্ব

আর এসব মিলিয়ে মিশিয়ে।...এই সেই ইতিহাস যেখানে পৃথিবীতে থিয়েটার শব্দটি তার শিরোনামে একমাত্র যৌথতার কথা বলে, চর্চায় যৌথতার প্রকাশ দেখা যায়, সরকারের কাছে গৃহীত প্রেক্ষাগৃহে যৌথতার নামে ছাড় পাওয়া যায়, কর্পোরেশনের কাছে প্রদত্ত বিনোদনশুল্কে যৌথতার সম্মানার্থে ছাড় পাওয়া যায় অথচ কোনো মূল্যবোধবাচক সিদ্ধান্তে — না উপনীত হয়েও দেখা যায় এ মূলত যৌথতা ভাঙার ইতিহাস, সংঘ ভাঙার ইতিহাস —...”।

কিশোর

আরেকটা ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার কথাও বলব। পৃষ্ঠা ১৩৭। বর্ণনা দিতে দিতে অর্থাৎ ফোর্থ ওয়াল ভেঙে পাঠককে অ্যাড্রেস করেন লেখক — ‘‘পাঠক, আপনার কুতুহল নিবৃত্তে জানাই...” কিংবা ‘‘পাঠকের জন্য আরেক অকাজের তথ্য...” প্রভৃতি। দশ অধ্যায়ের এই সুদীর্ঘ উপন্যাসের ঠিক মাঝে অর্থাৎ পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে হঠাৎ এই যে এলিয়েনেট করে যান লেখক, তা যেন এক অনিবার্য বিরতি।

কিশোর হেঁটে ডাউন সেন্টারে এগিয়ে এসে হাত তোলে।

কিশোর

এই বেহালা...একটা মেলানকলিক কিছু বাজাও তো!

বেহালার শব্দ ভেসে আসে।

কিশোর

শুরু করুন।

বৃদ্ধ (V.O.)

কোনটা বলব?

কিশোর

যেটা বলতে বলেছিলাম।

বৃদ্ধের গলা ধ্বনিত হতে থাকে ভেঙে পড়তে থাকে প্রেক্ষাগৃহে।

বৃদ্ধ (V.O.)

‘‘ও পিতা ও মাতা
আমি যাচ্ছি।
ও থিয়েটার,
ও আকাদেমি,
আমি যাচ্ছি।
ও হাড়জোড়া,

ও মনাগাছি,
আমি যাচ্ছি।
ও গিরিশ,
ও শিশির, ...”

কিশোর
নিজেকেই ছেড়ে যাচ্ছেন?

বৃদ্ধ (V.O.)
তাহলে এখানটা তুই বল।

কিশোর
“ও গিরিশ,
ও শিশির,
ও মধুসূদন,
আমি যাচ্ছি।”

বৃদ্ধ (V.O.)
“ও বন্ধু, ও স্বজন,
ও প্রিয়তম,
আমি যাচ্ছি।
ও কলাবাগান,
ও প্রেসিডেন্সি,
ও কফি-হাউস,
আমি যাচ্ছি।
ও কাউন্টার,
ও গ্রীনরুম,
ও হাউসফুল,
আমি যাচ্ছি।
ও ব্ল্যাকি,
ও ভুঁদুরানি,
ও বিনোদিনী
আমি যাচ্ছি।
ও বেলবাবু,
ও মেজফণি,
ও কাপ্তানসাহেব,
আমি যাচ্ছি।”

ফার্স্ট রো আর মঞ্চের মাঝের অংশে রাখা আরামকেদারাটি উপরিউক্ত উচ্চারণের সাথে সাথে মাটি থেকে ওপরে উঠে শূন্যে মিলিয়ে যায়। Fade to black. স্ক্রিনে লেখা আসে — INTERMISSION.

দৃশ্য ৭

দু'টাকা দিয়ে সিগারেট না খেয়ে বউকে স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনে দেওয়ার কথা বলে নায়ক।

দৃশ্য ৮

কবিতা মারা গেছে মুখের ক্যান্সারে, গুটখা, পানমসলা খেয়ে। তাই কেউ খাবেন না — বলে সরকার। কবিতা একটি মহিলার নাম।

দৃশ্য ৯

অন্ধকার স্ক্রিনে লেখা আসে এবং সেই লেখা শোনা যায় — সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এতে ক্যান্সার হয়। Smoking is injurious to health. It causes Cancer. মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। Consumption of alcohol is injurious to health.

দৃশ্য ১০

কিশোর বসে আছে ফার্স্ট রো-এর মাঝখানে। ক্ষয়িত মঞ্চের পাটাতনের ওপর এক বৃদ্ধের পদচারণা চলতে থাকে। কিশোরের কথা আর বৃদ্ধের পদচারণা ইন্টারকাটে আসবে। কিন্তু ডিটেইলড শট ডিভিশন না হওয়ায় পরবর্তী কথোপকথনে কখন কাকে দেখা যাবে তা সবসময় আলাদা করে উল্লেখ করা গেল না।

কিশোর

আমার লজ্জা করে।

বৃদ্ধ

লজ্জা, ঘেন্না, ভয়
তিন থাকতে নয়।

কিশোর

জানি। কিন্তু তবু! একটা নাটক লিখেই সেটাকে একটা বই করে ফেলতে হবে, এমনটা আমি ভাবতেও পারি না। আমার লজ্জা করে।

বৃদ্ধ

কিন্তু তোর ওই মাস্টারমশাই যা বলেছেন তা কিন্তু সম্পূর্ণ ঠিক।

কিশোর

কোনটা? সময় বদলে গেছে — ওই কথাটা?

বৃদ্ধের পদচারণা থেমে যায়।

বৃদ্ধ

হ্যাঁ। এখন নিজের ঢাক নিজেকেই পেটাতে হয়।

কিশোর

হয়ত ওই মাস্টারমশাই আমাকে ভালবাসেন বলে বলেছেন। কিন্তু, মাস্টারমশাইয়ের ওই কথার ভেতরে তাঁর নিজের প্রতি একটা অভিমানও ছিল হয়ত। উনি বললেন — কিছু লিখলেই সেটা ছাপিয়ে ফেলতে হবে। এ যুগে আর ওই ঘরে বসে বসে আমি প্রস্তুত হচ্ছি, কেউ আমায় চিনল না, তারপর মরে গেলাম, তারপর শালা ট্রাঙ্ক থেকে লেখা বের করে কেউ ছাপাল — এসব হবে না। আমি বলি, আরে আমি কি জীবনানন্দ নাকি? মরে গেলেও কিংবা পনেরোবার জন্মালেও অমন লিখতে পারব না। আমাকে তো প্রস্তুতি নিতেই হবে। আমিও যদি একটা নাটক লিখেই ছাপিয়ে দিই, তাহলে আমিও তো সেই দলেই পড়লাম, যারা ক্যামেরা কিনেই সিনেমা বানাচ্ছে, ফেসবুকে লেখক হচ্ছে, ছ-মাসে অভিনেতা হচ্ছে, অটোটিউনে গায়ক হচ্ছে!

বৃদ্ধের দীর্ঘদেহ দেখা গেলেও কখনোই মুখ দেখা যাবে না। বৃদ্ধকে ধরা প্রতিটি ফ্রেমই বৃদ্ধের আকণ্ঠ, অর্থাৎ গলা অবধি।

বৃদ্ধ

তার মানে তুই জীবনানন্দ?

কিশোর

আমি কি তাই বললাম?

বৃদ্ধ

মানে ওই স্তরের? তুই তোর লেখা ছাপাবি না আর তোর লেখা অন্য কেউ খুঁজে তার গহীনতা আর উৎকর্ষ বুঝে ছাপিয়ে সকলকে পড়াবে! মৃত্যুর পরে তুই বেঁচে উঠবি! এতটা গুরুত্বপূর্ণ তুই?

কিশোর

আপনি সম্পূর্ণ একটা অন্য মানে করলেন। বাদ দিন। যে কথা হচ্ছিল...

বৃদ্ধ

শুনে রাখ। যে কাজটা করছিস, তা তোকে ভাল করে করতেই হবে। সেটা নিয়ে কোনও দ্বিধা নেই। ভাল কাজ করতে করতেই নিজের ভেতর জন্ম দিতে হবে সবচেয়ে বড় সমালোচকের। তার সাথে তোর কথোপকথনই কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে কথোপকথন। এবার শোন, নাটক লিখে বই ছাপাতে তোর লজ্জা করছে, এটা তোর একটা সত্ত্বা । আরেকটা সত্ত্বাকেও নির্মাণ কর, যে নির্লজ্জ। দুম করে বইটা ছাপিয়ে দিল যে। এর ফলে তোর মধ্যে যে সংঘর্ষ হয়ে উঠবে অনিবার্য, তা থেকে যে তাপ আর আলো বেরোবে, তা দিয়ে নিজেকে চিনতে পারবি। চিনতে পারবি শিল্পকে। ছাই ঘেঁটে বুঝতে শিখবি কোনটা সাচ্চা!

কিশোর

আপনি আমায় অসুস্থ করে দেবেন বলুন?

বৃদ্ধ

এমনিই হয়ে যাবি। যাক গে, কিন্তু আমি বলতে চাইছি, জীবনে জহুরির দরকার, যে তোর সোনা চিনবে।

কিশোর

যেমন আপনার ছিল হেমেন, মণিলাল, সৌরীন্দ্রমোহন। কিন্তু আপনার অভিনয়? অভিনয়টা যদি সোনার মত হয়, তবে তা তো ঝলকাবেই।

বৃদ্ধ

যা ঝলকায় তাই তো সোনা নয়।

কিশোর

তবু ঝলকাতে পারা তো একটা বৈশিষ্ট্য যা সোনা না হলেও সোনার মত অন্তত!

বৃদ্ধ

তা বটে। কিন্তু তাতে বিপদ আছে।

কিশোর

জানি। শুধু ঝকমকানিটাই নিলাম, সাজালাম বাইরেটা, আর ভেতরটা ফাঁপা, অসাড়। তার তো কোনও মানে নেই। আর এখন সেটাই হচ্ছে বেশি। এদের জহুরী লাগে না। স্থাপক লাগে। ফলোয়ার লাগে। বাদ দিন আমার কথা।

‘‘আমরা টের পাইনি
আমাদের ঝর্ণা কলম কবে ডট্ পেন হয়ে গেছে
আমাদের বড়বাবু কবে হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে গেছেন
আমাদের বাবা কবে বাপি হয়ে গেছেন
আমরা বুঝতে পারিনি
আমাদের কবে সর্বনাশ হয়ে গেছে।”

বৃদ্ধ হেসে ওঠেন।

বৃদ্ধ

সর্বনাশ দেখতে পারাও একটা ক্ষমতা।

কিশোর (উত্তেজিত)

কবিদের থাকে। শিল্পীর থাকে। অভিনেতার তো থাকেই কিন্তু অভিনেতার নিস্তার নেই কারণ সে নিজেই

যন্ত্র আর নিজেই যন্ত্রী। অভিনেতা নিজেই বেশ্যা আর নিজেই বাবু। অভিনেতা নিজেই খাবার আর নিজেই কুকুর এমনকি খাবার ছাড়া ঘন্টাধ্বনিও সে নিজেই যা শুনে লালা ঝরবে মুখ থেকে। সে নিজেই দ্রবীভূত নিজের দ্রবণে। ফলত অভিনেতার নৈর্ব্যক্তিকতা অনেকটা মরীচিকার মতো, অনেকটা প্রিয়তমার মুখে শোনা মিথ্যার মতো। অভিনেতা কখনোই নিজেকে বাঁচাতে পারে না। Lorrie Moore বললেন — "it's better to write then be a writer", আমার মনে হল এ কথা হয়ত একজন পরিচালকের পক্ষেও খেটে যেতে পারে কিন্তু একজন অভিনেতা? তার শেষ এবং শুরু সে নিজেই, নিজেই সে তার সর্বস্ব! সে কী করে পারবে অভিনয় করে যেতে যেতে অভিনেতা না হতে? তাই সে সকল নিয়ে বসে থাকবে সর্বনাশের আশায় আর থার্ডবেলের পর পর্দা খুলে গেলে সে বিস্ফোরিত হবে, ছড়িয়ে পড়বে টুকরো টুকরো হয়ে। পর্দা বন্ধ হয়ে যাওয়ার অনেক পরে গভীর রাতে অভিনেতা ফাঁকা মঞ্চে এসে কুড়োবে টুকরো হয়ে যাওয়া নিজেকে, তারপর ঝোলায় পুরে নেবে আগামী অভিনয়ের জন্য।

বৃদ্ধ

বাড়ি ফিরে জুড়বে সেই টুকরোগুলোকে।

কিশোর

In Japan, broken objects are often repaired with gold. The flaw is seen as a unique piece of the object's history, which adds to its beauty.

বৃদ্ধ

Consider this when you feel broken.

কিশোর

ও আমার সোনায় মোড়া ভেঙে যাওয়া নট, আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করছেন, আমাদের কথা হয়ে উঠছে অস্বাভাবিক, অসংলগ্ন, যা মাত্রাতিরিক্ত সত্য বলেই অসংলগ্ন।

বৃদ্ধ (উত্তেজিত)

স্ট্রিম অফ কনশাসনেস।

কিশোর (উত্তেজিত)

এবং সেই নদীধারা ধরেই পৌঁছে যাওয়া অবচেতনে। আপনার অভিনয় অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত সেই আলো। ''স্বভাববাদী অভিনয়ের মধ্যে ওইভাবে কাব্য ও অবচেতন মন যেভাবে মিশিয়ে দিতেন তিনি, তা বাংলা মঞ্চে আগে কোনওদিন দেখা যায়নি। চিৎকৃত অভিনয় নয়, যেন একটা নিচু কণ্ঠ, ধীরে ধীরে ময়াল সাপের মতো দর্শকদের সবাইকে তার ভেতরে গিলে নিচ্ছে। বাংলা মঞ্চে, নতুন সময়ের নতুন উচ্চারণ যেন খোদাই করা হচ্ছে।...গদগদ ঘনিষ্ঠতার উদগ্রতা নেই, সমগ্র পৃথিবীর থেকে যেন একটা বিচ্ছিন্নতা আছে। নতুন এই নট, যেন এই আলো-ধোঁয়া-ধুলো-কাদা মাখা ধরিত্রীর কেউ নয়, এই পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর রয়েছে যেন এক অনপনেয় দূরত্ব। তাঁর অভিনয় যেন মহাভারতের কর্ণচরিত্রের রথের মতো সহসা মাটির গভীরে ঢুকে যাওয়া নয়, বরং তা প্রথম পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের রথের মতো। সর্বদা এই

বিষ্ঠা-পূরীষময় মৃত্তিকা থেকে দু'আঙুল উঁচুতে যেন এক ভাসমান দ্বীপ।...অবচেতন মনের ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিতে লুকিয়ে থাকা কত কত নুড়িপাথর, কত কত লাভা, গন্ধক, সোরার এক জ্বলন্ত উদগীরণ ঘটল, হাজার হাজার বছর ধরে মৃতপ্রায় হয়ে থাকা বাঙালি দর্শকদের সচেতন মনে।"

এই বর্ণনার মধ্যে ক্যামেরা ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে বিগ ক্লোজে ধরেছিল কিশোরের চোখের তারা, হঠাৎ ওয়াইড শটে ফিরে এলে দেখা যায় কিশোর দাঁড়িয়ে আছে ব্যালকনির সেই কাচে ঘেরা ঘরে।

কিশোর (আবেগ তাড়িত)

আপনার গর্বে ভর করে ওপরে উঠে এলাম! আপনি অসাধারণ! অসাধারণ!

কিশোরকে সাজেশনে রেখে কিশোরের পেছন থেকে ক্যামেরা প্রেফারেন্সে ধরে বৃদ্ধকে। বৃদ্ধ আপ সেন্টারে বসে আছেন দর্শকাসনের দিকে পিঠ দিয়ে।

বৃদ্ধ

''কোনও মানুষই অসাধারণ হয়ে জন্মায় না...। কালক্রমে সে অসাধারণ হয়ে ওঠে। সে চারপাশ থেকেই সংকেত পায়। তার তখন আত্মবিশ্বাস বাড়ে। একইসঙ্গে তার মধ্যে এক ভঙ্গুর অনিশ্চয়তাও জন্ম নেয় তখন। তার মনে হয়, সে আসলে যা যা পাচ্ছে, এগুলো অনেকটা কুক্কুটের গায়ে জড়িয়ে থাকা পালকের মতো। এটা সে বুঝতে পারলে, তখন তার বিপন্নতা শুরু হয়। সে তার গায়ের সঙ্গে লেগে থাকা ওই পালকগুলোকে এক এক করে ছাড়িয়ে নিতে শুরু করে। সে আবার নিজের ছাল ছাড়িয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায়।"

কিশোর

''আমি বুঝেছি অনিশ্চয়তা, বিপন্নতা এগুলো যেমন মানুষকে কুরে কুরে শেষ করে দিতে পারে, তেমনই ওগুলোই আবার মানুষকে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে শেখায়।"

বৃদ্ধ

''আমি চাই ওই মহৎ অনিশ্চয়তাগুলো যেন আজীবন আমাকে ধাওয়া করে বেড়ায়।"

কিশোর

আসুন আলিঙ্গন করি।

বৃদ্ধ

চিয়ার্স!

কিশোর

এই হচ্ছে লেখার কায়দা! ১৬৬ পাতায় সপ্তম অধ্যায়ের শুরুতেই যে অবশিষ্ট জিনের বোতল খোলা হল রাত তিনটের সময়, ২২৬ পাতায় সপ্তম অধ্যায়ের শেষ স্তবকে তীরের ফলার মত আবার ফিরে আসে সেই জিনের বোতল আর শব্দ হয়...

বৃদ্ধ

চিয়ার্স!

বৃদ্ধের চিয়ার্স বলার সময় ক্যামেরা ধরেছিল বৃদ্ধের পিঠ, মিড ক্লোজে। সুইস প্যান করে ক্যামেরা ১৮০ ডিগ্রি ব্রেক করে ঘুরে গেলে দেখা যায় কিশোর দাঁড়িয়ে আছে ফার্স্ট রো-র সামনে।

কিশোর

ওফ! অনেক কথাবার্তা হল। ছোটবেলা থেকে আধঘন্টা-চল্লিশ মিনিটের ক্লাস করে করে আমাদের মাথা আর এর বেশি নেয় না। ওভারডোজ মনে হচ্ছে। এবার একটু রিলিফ দিন।

বৃদ্ধ

প্যারাগ্রাফ দে তাহলে।

কিশোর

তা কী করে হবে! এইরকম সংলাপের মাঝে প্যারাগ্রাফ আসবে কী করে?

বৃদ্ধ

তাহলে অন্য দৃশ্যে চলে যা।

কিশোর

ধুর! ঠাট্টা করছেন!

বৃদ্ধ

না রে। কখনও টানা লিখবি না কিছু। লেখা তো প্রেমের মতো। ছোটবেলায় আমরা প্রেমকে প্রশ্ন করি না, তাই যত বিপর্যয়। কিন্তু প্রেমকে প্রশ্ন করতে হবে। লেখাকে প্রশ্ন করলে লেখা থেমে যায়, অনিবার্য হয়ে ওঠে একটি প্যারাগ্রাফ।

কিশোর

কী করে বলেন এমন কথা! কী করে ভাবেন এমন?

বৃদ্ধ

শুরু হোক নবম অধ্যায়।

কিশোর

পৃষ্ঠা ২৫০। নবম অধ্যায় শুরুই হচ্ছে যে বাক্য দিয়ে সেটি হল — ‘‘নিজেকে জোর করে মহিলাটির শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন তিনি।’’ ওহোহোহো! যৌনতা!

বৃদ্ধ

হয়েছে রিলিফ?

কিশোর

অনবদ্য সময়জ্ঞান লেখকের! ঠিক যে সময় এক মহান নটের জীবনের ওঠা-পড়া-সংগ্রাম-স্তুতি পড়ে পড়ে ক্লান্ত লাগতে শুরু করেছে ঠিক সে সময়ই একটা অধ্যায় শুরু করা হচ্ছে একেবারে সরাসরি শরীরের ভেতর থেকে শরীর বেরিয়ে আসা দিয়ে।

বৃদ্ধ

ভেবে দেখার, অধ্যায়টি শুরু হচ্ছে স্খলন দিয়ে। সঙ্গীর দেহে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করা বা সঙ্গমের বর্ণনা নেই।

কিশোর

স্বাভাবিক। এ কি আর ''আহিরীটোলা স্ট্রিটের ননীগোপাল শীল ব্রাদারের প্রখ্যাত বটতলা প্রকাশনা''র বইগুলো নাকি? যেমন 'গোপন চুম্বন', 'রমণীর গুপ্ত প্রেমলীলা', 'বৃহৎ কোকশাস্ত্র', 'সচিত্র সম্ভোগ রত্নাকর', 'বেশ্যালীলা', 'যৌবন সম্ভোগ', 'চুম্বনের খুন' ইত্যাদি!

বৃদ্ধ

অর্থাৎ তুমি যতটা উৎফুল্ল হলে লেখকের যৌনতার অবতারণার সময়জ্ঞান দেখে, ততটা উৎফুল্ল হওয়ার মত কিছু নেই। কারণ এ নেহাৎ পপুলিস্ট এলিমেন্ট হিসাবে ট্রিট করা নয়।

কিশোর

আপনি কি ইয়ার্কি বোঝেন না?

বৃদ্ধ

তুইও বুঝলি না বোঝা গেল।

কিশোর

যাই হোক। আমার কিন্তু মনে হয়, মৃত্যু বাদ দিলে যৌনতাই সবচেয়ে রহস্যময় জিনিস। কিন্তু আমার মৃত্যুর পর যেহেতু আমি আমার মৃত্যু নিয়ে রহস্যের স্বাদ পাব না, তাই একমাত্র আমার যৌনতাই আমার সবচেয়ে রহস্য আস্বাদন করবার উপযুক্ত কাজ বলে মনে করি।

বৃদ্ধ

ও বয়সে অমন মনে হয়। বয়সটি উত্তেজনার।

কিশোর

আপনি আবার ঠাট্টা করছেন।

বৃদ্ধ

না রে। বড় হলে বুঝবি আরও বড় বড় রহস্য আছে।

কিশোর

যেমন?

বৃদ্ধ

অভিনয়। আচ্ছা তোকে বলব কেন? তুই তো বড় হসনি!

কিশোর

সেই অপরাধে ছোটই করে রাখবেন?

বৃদ্ধ

ঘাসের ওপর একটা টলোমলো শিশিরবিন্দু কিংবা চৈত্রের বাতাসে উড়ে যাওয়া একটা পাপড়িকে রহস্যময় লাগে? কিংবা মৃদু শীতের ভোরে কোকিলের ডাক? জ্যোৎস্নাকে লাগে রহস্যময়? জ্যোৎস্নায় কিন্তু ভূত দেখা যায়!

কিশোর

জানি। উটের গ্রীবার মত নিস্তব্ধতাও আছে। যেমন আপনার হয়েছিল। শরীরী উত্তেজনা থিতিয়ে যাওয়ার পর।

বৃদ্ধ

ঠিক।

কিশোর

তাহলে যে বললেন আপনার যৌনতাকে রহস্যময় লাগে না?

বৃদ্ধ

বলিনি তো! বলেছি ওটিই রহস্যের সর্বোচ্চ পাহাড় নয়।

কিশোর

ঠিকই। নইলে যৌনতার একটু পর খাটে শুয়েই হাতে বই তুলে নিয়ে কেউ ভাবে ‘‘যাবতীয় বিপন্নতায় এই বই-ই একমাত্র” আপনাকে শুশ্রূষা দিতে পারে!

বৃদ্ধ

মহামান্যকে ভেবে দেখতে বলব, শুশ্রূষা শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ!

কিশোর

শুশ্রূষার মাধ্যমে পান কী?

বৃদ্ধ

''বলিনি কখনো?
আমি তো ভেবেছি বলা হয়ে গেছে কবে।
এভাবে নিথর এসে দাঁড়ানো তোমার সামনে
সেই এক বলা
কেননা নীরব এই শরীরের চেয়ে আরো বড়ো
কোনো ভাষা নেই
কেননা শরীর তার দেহহীন উত্থানে জাগে
যতদূর মুছে নিতে জানে
দীর্ঘ চরাচর
তার চেয়ে আর কোনো দীর্ঘতর যবনিকা নেই।
কেননা পড়ন্ত ফুল, চিতার রুপালি ছাই, ধাবমান শেষ ট্রাম
সকলেই চেয়েছে আশ্রয়
সেকথা বলিনি? তবে কী ভাবে তাকাল এতদিন
জলের কিনারে নিচু জবা?
শূন্যতাই জানো শুধু? শূন্যের ভিতরে এত ঢেউ আছে
সেকথা জানো না?''

কিশোর (নীরবতার পর)

প্রেম হল আত্মবিশ্বাসহীনতা থেকে তৈরি এক অসহায়তা বলুন?

বৃদ্ধ

হতে পারে। আমি যেমন নিজেকে নিয়ে সংশয়ী ছিলাম। আমার জীবন উদভ্রান্ত। আর্থিকভাবে আমি অনিশ্চিত। আমার খরচ বেশি হয়। কিন্তু ''বেহিসেবি খরচ করতে খানিক যেন উত্তেজনাও বোধ'' হত। ''রক্তে এক অদ্ভুত মাতন'', জুয়াড়িদের মতো! কিন্তু কঙ্কাবতীর ''মুখে ওই ছেলেমানুষি-মিশ্রিত হাসিটি দেখে বুকের ভেতরটা কেমন করে'' উঠত!

কিশোর

হা হা হা! অনিবার্য শ্যাওলা। পিছল খাওয়াবেই!

বৃদ্ধ

পিছল খেয়ে পড়া আবার ওঠা। এটাই তো শিখবার হে তরুণ। ফুটবল দেখিস?

কিশোর

নিশ্চয়ই! ও বলতে ভুলে গেছি। এই ফুটবল আরেকটা রহস্য!

বৃদ্ধ

ঠিক! ফুটবল বুঝতে হবে। ওটি নিছক খেলা নয়। জোরালো ফাউলের পর কী করে উঠে দাঁড়াতে হয় তা শিখতে হবে। ফুটবল সেই জল, যার ঝাপটা আমাদের মুখে আছড়ে পড়লে ভাল।

কিশোর

ওফ! এক মিনিট!

কিশোর উঠে চলে যায়। ক্ষয়িত মঞ্চের সামনে রাখা ফুট লাইটের সামনে একটা নানা রঙের ফিল্টারের সমাহারের পিজবোর্ডের চাকতি। কিশোর সেটা ঘুরিয়ে দেয়, আর সমগ্র মঞ্চ, বৃদ্ধের দেহে ঢিনচ্যাক রঙিন আলো খেলা করে যায়।

বৃদ্ধ

কী হল?

কিশোর

অনবদ্য কথা বললেন! তাই আমি রঙিন আলো মারলাম।

বৃদ্ধ

ছম্মক ছাল্লো?

কিশোর

মোক্ষম ধরেছেন। ৩৫১ পাতায় উল্লিখিত, বিদেশে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার আগে দর্শকদের হিড়িক দেওয়া নাচের অনুষ্ঠানের বর্ণনায় লেখক হঠাৎ 'ছম্মক ছাল্লো' শব্দটির আগমন ঘটান। চমকে দেওয়ার মতো অদ্ভুত হাইব্রিডাইজেশন!

বৃদ্ধ

হাইব্রিড অপমান পেয়ে নাস্তানাবুদও হয়েছি বটে বিদেশে!

কিশোর

ওই কথাটা বাদ দিন। ওটা পড়তে পড়তে মাথাটা আগুন হয়ে যাচ্ছিল। ওদের গুলি করে মারলেও শান্তি হবে না মনে হয়!

বৃদ্ধ

আমার বাবার মত রাগের কথা বলছিস তো!

কিশোর

আলবাৎ। আপনি তো আর রাগলেন না!

বৃদ্ধ

কী করে রাগব! জাহাজের ডেকে এককোণে মৃত বাবাকে দেখলাম স্বচক্ষে! প্রায় সমবয়সী মনে হচ্ছিল বাবাকে আর আমাকে। এমনকি বাবা কথা বলে ওঠার পর বুঝলাম বাবার গলায় প্রায় নিজের কণ্ঠস্বর শুনছি আমি।

কিশোর

আপনি বাবাকে বললেন আপনি ভাল নেই। আপনি জীবনটা ঘেঁটে ফেলেছেন একদম।

বৃদ্ধ

''আর নতুন শত্রু বহন করতে পারি না...। কেউ কারণে, কেউ আবার অকারণে জীবনের শত্রু হয়ে যায়।"

কিশোর মঞ্চে উঠে আসে। অদ্ভুত আলো-আবহ আসে। কিশোর এবং বৃদ্ধ কথা বলে চলে। বৃদ্ধকে দেখা যায় আকণ্ঠ।

কিশোর

''ইয়ে বেইমান কি দুনিয়া হ্যায়। বেইমান সে ভরতি হো গয়ি দুনিয়া। ইয়ে সব শালে চুতিয়া কি আওলাদ। জান সে মার ডালুঙ্গা উসকো। খতম কর দেগা। খতম কর দেগা।"

বৃদ্ধ

''ও যে আমার সময় বাবা। নষ্ট পচা সময়। আমি কী করে হত্যা করব ওকে?"

কিশোর

''তোরও কি আত্মাটা বিক্কিরি হয়ে গেল শয়তানের কাছে...? সবাইকে কিনে নিল। কারুর চোখে কোনও স্বপ্ন থাকবে না...?"

বৃদ্ধ

''আছে বাবা। স্বপ্ন আমার আছে।" ভয়ও আছে। ''আজকাল স্টেজে উঠতেও আমার ভয় লাগে বাবা।...মনে হচ্ছিল এক্ষুনি আমি সংলাপ ভুলে যাব। বা মঞ্চে হঠাৎ পড়ে যাব। বা ওদের চিৎকার করে বলব, পর্দাটা ফেলে দিন। আমি আর অভিনয় করতে পারছি না।"

কিশোর

পর্দা বন্ধ করবে না তো ওর বাপ করবে বন্ধ! ''ওকে মার। ওর মুখে দানা ভরে দে। পেটে তলোয়ার ঢুকিয়ে দে। পাপ সে ধরতি ফাটি-ফাটি-ফাটি।"

বৃদ্ধ

''আমি আমার এই জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি বাবা। এ আমার রক্তের ভেতর জড়িয়ে গেছে।...আমি

আপনার থেকে অনেক কম শক্তিশালী আর অনেক কম ক্ষমতাবান। আপনার শরীর আর মনে কত জোর ছিল।...আপনি পৃথিবীকে হয় বিশ্বাস করতেন, নয়ত অবিশ্বাস করতেন। মাঝামাঝি কিছু ছিল না। কিন্তু আমি আপনার থেকে ওই মানসিক জটিলতা যেমন পেয়েছি, তেমনই আমার মায়ের থেকে অদম্য কর্মস্পৃহা আর উদ্যমও নিজের ভেতরে পেয়েছি। এসব কিছু নিয়ে আমি কিন্তু লড়ে যাব। হ্যাঁ, আমি এইরকম জুয়াড়ি হয়েই বাঁচব।...ঘোড়ায় যখন উঠেই পড়েছি তখন শেষদিন পর্যন্ত ঘোড়াটাকে ছুটিয়ে যাব।" টগবগ টগবগ টগবগ টগবগ! ''প্রত্যেকের এক একটা নিজস্ব ঘোড়া থাকে। রাত্রিবেলা সেই ঘোড়া তার কেশর ফুলিয়ে চুপিসাড়ে ঘরের মধ্যে ঢোকে। আমাদের খাটের পাশে দাঁড়ায়। তার চোখে নীল টুনিবাল্বের মত আলো জলে। সে আমাদের ডাকে। বলে, ওঠো আমার ওপর ওঠো। অন্ধকারে ঘরে তাকে দেখে মনে হয় সে যেন সেই হরপ্পার হারিয়ে যাওয়া ঘোড়া।"

কিশোর

আপনার মৃত বাবা ডাইভ মেরে মিলিয়ে যান সাগরে।

বৃদ্ধ (চিৎকার করতে থাকেন)

ঝাঁপ। মরণঝাঁপ।

ক্ষয়ে যাওয়া মঞ্চে জল ঢুকতে শুরু করে প্রবল। আগের আবহ মিলিয়ে যায়।

কিশোর (চিৎকার করে)

মিউজিক!

তীব্র আবহ আসে। তুমুল কোনও অর্কেস্ট্রেশন, যা ধ্রুপদী কিন্তু নবীন ঝড়ের দাপট সেই আবহে। বৃদ্ধকে জলের মধ্যে হাবুডুবু খেতে দেখেও কিশোরের মনে হয় ''আবার শরীরে যেন মত্তহস্তীর যাবতীয় জান্তব এনার্জি তিনি ফিরে পাচ্ছেন। যেকোনও পবিত্র নটের যা শেষ সম্বল।" কিশোর গ্যালারির মত উঠে যাওয়া ভগ্নপ্রায় অডিটোরিয়ামের লাস্ট রো-র কাছে উঠে যায়। উঁচু লাস্ট রো-তে বসানো ক্যামেরায় দেখা যায় সমস্ত মঞ্চ ভাসিয়ে জলের তোড় ক্রমে খেতে আসছে ফাঁকা দর্শকাসন। Fade to black.

দৃশ্য ১১

কথা শোনা যায় অন্ধকারেই। তারপর কথা চলতে চলতেই ছবি আসে। দেখা যায় কিশোর একটি অন্ধকার টানেলের মধ্যে থেকে ক্রমাগত হেঁটে বেরিয়ে আসছে আলোর দিকে।

বৃদ্ধ (V.O.)

নাটকের লোককে নিয়ে শেষ অবধি লিখলি তো চিত্রনাট্য!

কিশোর (V.O.)

আমি ভাল জানি না এটা কী। নাটকও তো হতে পারে।

বৃদ্ধ (V.O.)
এটা নাটক? এটা নাটকের ফরম্যাট?

কিশোর (V.O.)
ফরম্যাটে কী আসে যায়? গোলাপকে যে নামেই ডাকো, সে সুন্দর!

বৃদ্ধ (V.O.)
ছোট মুখে বড় কথা বলতে নেই। শালা বিশ্বাসঘাতক!

কিশোর (V.O.)
আপনিও তো সিনেমা করেছিলেন।

বৃদ্ধ (V.O.)
এতক্ষণ তো আমার কথাই হল। এবার একটু রিলিফ দে।

কিশোর (V.O.)
আপনার রিলিফ নেই। আমারও নেই। আপনি জেমস বণ্ড আর আমি ভ্যাগাবণ্ড। রিলিফ নয়, আমি প্রশ্ন করব লেখাকে, লেখা থেমে যাবে, আপনিই তো শিখিয়েছেন। আপনি চাইলে ফরম্যাট বদলে দেব। কিন্তু শেষ সিকোয়েন্সটা সিনেমাই হবে।

বৃদ্ধ (V.O.)
বুঝবি না! কোনোদিন বুঝবি না কারে কয় যবনিকা পতন! কী তার মায়া! আর বোঝাতেও পারব না। যা যা যা, যা ইচ্ছা করগে যা!

দৃশ্য ১২

Fade in from black. একটা আধুনিক মঞ্চের FOH দ্বারা আলোকিত অ্যাপ্রনে পা ঝুলিয়ে বসে সিগারেট টানছে এক ছেলে। দু'টাকা দিয়ে সিগারেট না খেয়ে বউকে স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনে দেওয়ার কথা বলে একজন, মঞ্চে ঢুকে এসে। আলো নিভে যায়।

দৃশ্য ১৩

সেন্টারে এসে পড়া diagonal par দ্বারা আলোকিত অংশে পাঁচজন ঢোকে। কবিতা নাম্নী এক মহিলা মারা গেছে মুখের ক্যান্সারে, গুটখা, পানমশলা খেয়ে। তাই কেউ খাবেন না — এই মর্মে একটি ছড়া কেটে গান ওরা পাঁচজন মিলে গেয়ে চলে যায়। পর্দা পড়ে যায়। আলো গুটিয়ে আসে পর্দার ওপরে। বেহালা বা চেলো বেজে ওঠে। পর্দা সরিয়ে অ্যাপ্রন স্টেজে আসেন শিশিরকুমার ভাদুড়ি। পরনে সাধারণ ধুতি। খালি গা। চোখ থেকে তুলসিপাতা সরিয়ে কথা বলে ওঠেন তিনি।

শিশিরকুমার ভাদুড়ি : সিগারেট, গুটখা, পানমশলা নয়। জন্মই মৃত্যুর কারণ।

চোখে তুলসিপাতা চাপিয়ে শিশির ভাদুড়ি পর্দার ভেতরে ঢুকে যান। প্রবল হাততালি, সিটি, করতালি শোনা যায়।

দৃশ্য ১৪

আবহমান বেহালা বা চেলো বেজে চলেছে। প্রবল বৃষ্টিতে নীলাভ কিংবা সাদা হয়ে আছে সমস্তকিছু। তার মধ্যে ছাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে একটি কিশোর। তার ওপর থেকে ফোকাস শিফ্‌ট্‌ করে সামনে এলে দেখা যায় একটি জ্বলন্ত চিতা থেকে কিছুটা ওপরে শূন্যে ভাসমান এক দীর্ঘদেহী মৃতদেহ হঠাৎ চিতার ওপর আছড়ে পড়ল। Jerk cut to black.

ঋণ :

উইলিয়াম শেক্সপিয়ার
জীবনানন্দ দাশ
আন্দ্রেই তারকোভস্কি
সুধীন দাশগুপ্ত ও মান্না দে
সলিল চৌধুরী ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
শঙ্খ ঘোষ
তারাপদ রায়
রণজিৎ দাশ
হুমায়ুন আজাদ
মোহিত চট্টোপাধ্যায়
ব্রাত্য বসু
কৌশিক চট্টোপাধ্যায়
ইমতিয়াজ মাহমুদ
কৌশানী মুখোপাধ্যায়
দর্জিপাড়ার মর্জিনারা (নাটক সমগ্র ২, ব্রাত্য বসু, আনন্দ পাবলিশার্স)
হেমলাট দ্য প্রিন্স অফ গরানহাটা (নাটক সমগ্র ২, ব্রাত্য বসু, আনন্দ পাবলিশার্স)
জতুগৃহ (নাটক সমগ্র ৩, ব্রাত্য বসু, আনন্দ পাবলিশার্স)
অদ্য শেষ রজনী (সম্পাদক : ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, কৃতি)
থিয়েটার বিষয়ক কবিতা (ব্রাত্য বসু, সিগনেট প্রেস)
কোম্পানী থিয়েটার : নতুন শতাব্দীর বঙ্গ থিয়েটার-বিষয়ক একটি প্রস্তাবনা বা ইস্তেহার (ব্রাত্য বসু)

উজান চট্টোপাধ্যায় : শান্তিপুর সাংস্কৃতিক-এর নাট্যকর্মী। মঞ্চ ও পর্দা দুই মাধ্যমেরই অভিনেতা। এছাড়া বেশ কিছু নাট্যে আবহ নির্মাণ করেছেন।